PRICE Rs. 5/-

শিশুভবন পত্রিকা

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের মুখপত্র

AN ORGAN OF NEHRU CHILDREN'S MUSEUM

SISHUBHAVAN PATRIKA

খন্ড - ৪৪ ঃ সংখ্যা - ৪ এপ্রিল ২০১৯ *visit our website : www.nehrumuseum.org* **Vol- 44 : No - April 2019**

Xpressions '19 an exhibition of Artworks at Academy of Fine Arts

Nehru Children's Museum organised an Exhibition of Art Works (Paintings, Glass Paintings & Craft works) by 145 students of painting division of Nehru Children's Museum at Academy of Fine Arts (Central Gallery), Kolkata from 23rd to 28th April, 2019. Sri Samir Aich, Sri Asit Paul, Sri Debabrata Chakraborty, Sri Sumit Dasgupta eminent Artists inaugurated the painting exhibition. The paintings were appreciated by the visitors.

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেল

জাহাজ, বিমান, সাবমেরিন যাই ঢুকুক না কেন এই ট্র্যাঙ্গেলের মধ্যে -নিমেষে নিখোঁজ হয়ে যায়। একবার ভুল করে ঢুকে পড়লে ম্যাজিকের মত ভ্যানিশ হয়ে যায়। আর খোঁজ মেলে না কোনোদিন।

এর তুলনীয় রহস্য আর কখনও মেলেনি। আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর ক্যারিবিয়ান সমুদ্র এলাকার ছোট দ্বীপ বারমুডা। উত্তরে বারমুডা থেকে দক্ষিণে পুবের টেক্সিকো, সেখান থেকে পশ্চিমে ফ্লোরিডা পার হয়ে গলফ অফ মেক্সিকার এক বিন্দু, সেই বিন্দু থেকে আবার বারমুডা। এই তিনটি বিন্দু কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে যে ত্রিভুজটি তৈরী হয় তাই বারমুডা ট্র্যাঙ্গেল নামে খ্যাত।

এই জায়গাটিকে সবচেয়ে ভালো করে চেনেন জাহাজ বা সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন এবং উড়োজাহাজের পাইলটরা। এখানে যে ঠিক কি হয় তা নিয়ে মুখ খুলতে চাননা কেউই। কেউ কেউ বলেন এখানে কোনও আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে আছে যা জেগে উঠে গিলে নেয় আস্ত এরোপ্লেনকে। কোনও কোনও বিজ্ঞানী বলেন এখানে কাজ করে ফোর্থ ডাইমেনশন। দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতার বাইরে অন্য কোনও "টাইম" বা "কাল" যার কথা বলেছেন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। আবার কেউ বলেন মহাসাগরের তলায় রয়েছে কোনও উন্নততর সভ্যতা।

বিস্ময়কর অনেক ঘটনা ঘটে এই জোনে। মাঝে মাঝে সবুজ রংয়ের কুয়াশায় ঢেকে যায় সমুদ্রের চারপাশ। হঠাৎ হঠাৎ উঠে আসে ঘূর্ণিস্তম্ভ। মাধ্যকর্ষণ শক্তি হঠাৎ কমে যায়। জাহাজের ক্যাপ্টেন দেখে কম্পাসের কাঁটা ঘুরছে তার ইচ্ছামত, রাডার আর বেতার যন্ত্র কোনও কাজ করছে না দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে জাহাজ ছুটে চলে তার নিজের মত।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ই প্রথম পরিচিতি হয় "বারমুডা ট্র্যাঙ্গেল।" কোনও এক আমেরিকান সংবাদপত্র নিখোঁজ হওয়া প্লেনের সংবাদ লিখতে গিয়ে "বারমুডা ট্র্যাঙ্গেল" শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে। তারপর একের পর এক ঘটনা একে প্রসিদ্ধ করে। রহস্যময় যা কিছু তাকেই বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের সঙ্গে তুলনা করাটা ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে।

যদিও অনেক আগে থেকেই এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ছিল। অভিজ্ঞ নাবিকরা বারমুডা দ্বীপকে ডাকাতি "আইলস অফ দি ডেভিলস্" নামে। ১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাস স্পেনের ক্যানাবরি আইল্যান্ড থেকে তিনটি জাহাজ নিয়ে এক দুঃসাহসিক অভিযানের সূচনা করেছিলেন। কিছু দূর যেতেই তিনটি জাহাজ ঢুকে পড়ে বিপজ্জনক "সারাগোসা" সমুদ্রে। সামুদ্রিক আগাছা "সারাগোসা"য় ভরা সে অঞ্চল। আর যে জাহাজ একবার আটকে পড়ত এর কবল থেকে তার আর নিস্কৃতি নেই। লতানে গাছপালা মুহূর্তে জড়িয়ে ফেলত জাহাজের তলদেশ। বিষাক্ত পোকামাকড় আর সরীসৃপের পাল জাহাজের নাবিকদের আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে পাঠিয়ে দিত। তিনদিন তিনরাত নিশ্চল হয়ে থাকার পর অলৌকিক ভাবে মুক্তি মেলে কলম্বাসের জাহাজগুলির। এর কিছুদিন পর স্প্যানিশ ক্যাপ্টেন ডন জুয়ান ম্যানুয়েল ডি বনিলা আমেরিকা থেকে স্পেন অভিমুখে যাত্রার সময় তাঁর পাঁচটি জাহাজ নিয়ে পড়লেন বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের কবলে। কোনও ভাবে দুটি জাহাজ রক্ষা পেলেও বাকী তিনটি জাহাজের সন্ধান মেলে নি, কোনও দিন মিলবেও না।

শুধু আদ্যিকালেই না। বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলে হারিয়ে গেছে আধুনিক কালের অনেক বিমান এবং জাহাজ। ১৯৪৯ সালে হারিয়ে যায় ব্রিটিশ সাউথ আমেরিকান এয়ারওয়েজ কোম্পানীর প্লেন- স্টার এরিয়াল। এইভাবে গত সাত দশকে হারিয়ে গেছে অনেক জাহাজ বা উড়োজাহাজ। হয়ত পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও এইরকম ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমুদ্রের উপর হয়ত তেল ভাসতে দেখা গেছে বা পাওয়া গেছে ভাঙাচোরা মাস্তুল বা কাঠের টুকরো কিন্তু বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে সমস্তটা পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছে সমুদ্র।

আজও তাই বিজ্ঞানীদের খোঁজার বিরাম নেই। তাই কেউ ফোর্থ ডাইমেনশনের তত্ত্ব দেন, কেউ বা লুকানো আগ্নেয়গিরি বা ব্ল্যাক হোলের কথা বলেন। হয়ত কোনও দিন এই রহস্যের সমাধান হবে কিন্তু ততদিন "বারমুডা ট্র্যাঙ্গেল" অতিক্রমকারী জাহাজ বা এরোপ্লেনের নাবিক বা যাত্রীদের গা একটু ছমছম করবেই।

(সংগৃহীত)

সৌরজিৎ পাঁজা

অভিনন্দন

৩১শে মার্চ, ২০১৯ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস্ (আই. সি. সি. আর) আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সৌরজিৎ পাঁজা এই প্রতিযোগিতায় 'গ' বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

আমরা তার এই সাফল্যে খুব খুশি এবং সে আরো উন্নতি করুক এই চাই।

আফ্রিকান সাফারি - ৩

শুধুমাত্র পশুপাখিদের কথা বলে, সবুজের কথাটা বাদ রাখলে আফ্রিকার জঙ্গলের চিত্রটা অসম্পুর্ণ রয়ে যায় । আফ্রিকার জঙ্গল বলতেই মনে পড়ে লম্বা লম্বা ঘাস যার আড়ালে পশুদের রাজা লুকিয়ে থাকে শিকারের অপেক্ষায় । আফ্রিকার এই তৃণাবৃত ভূমিকে বলা হয় সাভানা। এই সাভানা তৃণভূমির মাঝে বেশ দূরে দূরে রয়েছে বড় বড় আকাসিয়া (acacia) গাছ । আকাসিয়ার রয়েছে ১২০০টি প্রজাতি । তার মধ্যে ৯০০টি পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ায় । আফ্রিকায় যে ১৩০টি আকাসিয়ার প্রজাতি জন্মায় তাদের মধ্যে সিরিঙ্গিটিতে দেখা যায় মূলত দুই প্রকার আকাসিয়া । আমব্রেলা (umbrella) আকাসিয়া ও ইয়াল্লো বার্ক (yellow bark) আকাসিয়া । তৃতীয়টি থর্ন (thorn) আকাসিয়া, যা দেখা যায় গোরোঙ্গোরো অঞ্চলে।

আমব্রেলা আকাসিয়া উচ্চতায় ১৫ থেকে ২০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে ও ব্যাস ১০ ফুটের কাছাকাছি । আমব্রেলা আকাসিয়ার পত্রসমূহ থাকে উপরিভাগে ও বেশ ছড়ান । দূর থেকে দেখলে ঠিক যেন মনে হয় একটি ছাতার । তাই নাম আমব্রেলা আকাসিয়া । দিনের মধ্যাহ্ন কালীন সূর্যের প্রচণ্ড তাপের হাত থেকে রক্ষা পেতে পশুরা আশ্রয় নেয় এই প্রাকৃতিক ছাতার শীতল ছায়ায় ।

উচ্চতায় প্রায় ২৫-৩০ ফুট ইয়াল্লো বার্ক আকাসিয়া । এই গাছের গুঁড়ি, শাখা-প্রশাখা সব পীতবর্ণ । তাই নাম ইয়াল্লো বার্ক আকাসিয়া। স্থানীয় মানুষ এদের 'ফিভার ট্রি' ও বলে । আফ্রকায় যেহেতু ইয়াল্লো ফিভারের খুব প্রকোপ, সেই কারণে হলুদ রং হওয়ার সুবাদে এই নাম । এই গাছের ফলগুলি গোলাকার ও খুব উজ্জ্বল হলুদ রঙের হয় । তাই এদের কখনো ইয়াল্লো বল আকাসিয়াও বলা হয় । আকাসিয়া ছাড়াও সিরিঙ্গিটিতে হয় আফ্রিকান বাওবাব গাছ । বাওবাব (baobab) গাছের আটটি প্রজাতি । তারই একটি আফ্রিকান বাওবাব । উচ্চতা প্রায় ৩০-৩৫ ফুট । বাওবাব, ছড়ান শাখা-প্রশাখা ডালপালা নিয়ে বেশ বড়সড় একটি গাছ । বাওবাব সিরিঙ্গিটির মধ্যাঞ্চল থেকে প্রান্তদেশেই বেশি দেখা যায় । এ ছাড়াও রয়েছে খেজুড় গাছ ও পাইন গাছ ।

সিরিঙ্গিটি অঞ্চলের মাটি ঝাঁঝর (porous) মাটি । এই মাটির বৃষ্টির জল ধরে রাখার ক্ষমতা নেই বললেই চলে । তাই বৃষ্টির জল গড়িয়ে চলে যায় মাটির অনেক নীচের জল স্তরে - যাকে বলা হয় 'ওয়াটার টেবিল'। এবং আকাসিয়া ও বাওবাব গাছের শিকড়গুলি জলের সন্ধানে পৌঁছে যায় সেই গভীরে । ফলে এই সকল গাছের শিকড় হয় বেশ বড়সড়, বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী । গাছের কাণ্ডটি হয় বেশ প্রসস্থ যা গাছটিকে জল সংরক্ষণের কাজে সাহায্য করে । এবং শীতকালে পত্ররন্ধ্র থেকে জল বাস্পীভূত হওয়া রুখতে খসিয়ে ফেলে তার সকল পাতা । এই ভাবে অনাবৃষ্টিতেও গাছের শিকড়টি থাকে অক্ষত।

সিরিঙ্গিটিতে সারা বছরে দুইবার বর্ষা হয় । শীতকালীন বর্ষা ও গ্রীষ্মকালীন বর্ষা । শীতকালীন বর্ষা হয় এপ্রিল-মে মাস নাগাদ । আমাদের মনে রাখতে হবে যে তানজেনিয়া দক্ষিণ গোলার্ধের দেশ, তাই মে-জুন মাস সেখানে শীতকাল । তবে এই সময় বৃষ্টিপাত হয় খুবই সামান্য । ভারী বর্ষণ হয় গ্রীষ্মকালীন বর্ষায় - অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে । গ্রীষ্মকালীন এই বর্ষাই সিরিঙ্গিটির সাভানাকে সিক্ত রাখে । এই সময় কচি সবুজ ঘাসে ভরে ওঠে চারিদিক । তৃণভোজী প্রাণী সকলের খ্যাদ্য হয় পর্যাপ্ত । প্রাণীদের বংশ বৃদ্ধির ও এইটি আদর্শ সময় । নভেম্বরের শুরুতেই রুক্ষ-শুস্ক মাসাই মারা থেকে দলে দলে সকল প্রাণী জল ও কচি ঘাসের সন্ধানে রওনা দেয় সিরিঙ্গিটির উদ্দেশ্য। দলে দলে পশুর পাল আসার সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য । একে বলা হয় 'দ্যা গ্রেট মাইগ্রেসান' । পরিযায়ী এই সকল প্রাণীদের শীর্ষে থাকে জেব্রা। তাকে অনুসরণ করে ওয়াইল্ডবিস্ট ও গ্যাজেল , ও তার পর অন্য সকল প্রাণী । ফেব্রুয়ারী-মার্চের মধ্যে তারা সকলেই পৌঁছে যায় সিরিঙ্গিটি । এরপর সিরিঙ্গিটিতে আরেক দফা বৃষ্টি হয় এপ্রিল মাস নাগাদ কিন্তু তা অতি সামান্য । এবং এর পরই হয় বর্ষার ইতি । কিন্তু মাসাই মারাতে এই বৃষ্টি চলে জুন-জুলাই পর্যন্ত । এবং খুব স্বাভাবিক নিয়মেই এই সময় আরেকবার দৃশ্যত হয় 'দ্যা গ্রেট মাইগ্রেসান'। এবার প্রাণী সকল জল ও কচি ঘাসের সন্ধানে শুরু করে উত্তরমুখী যাত্রা সিরিঙ্গিটি থেকে মাসাই মারার উদ্দেশ্যে । তারা জুলাই এর শেষের দিকে অথবা অগ্যাস্টের মধ্যে পৌঁছে যায় মাসাই মারা । অক্টোবর পর্যন্ত সেখানেই থাকে । আবার মাসাই মারা শুস্ক হলে তারা নভেম্বর মাস নাগাদ রওনা দেয় সিরিঙ্গিটির উদ্দেশ্যে । এই ভাবে বছরে দুইবার চক্রাকারে চলে পরিযায়ী পশুদের আনাগোনা সরিঙ্গিটি-মাসাই মারার মধ্যে । তবে মনে রাখতে হবে যে মাইগ্রেসানের সময়কাল পুরোটাই নির্ভর করে বর্ষার উপর । ফলে সময়ের একটু হেরফের হতেই পারে। সরিঙ্গিটি-মাসাই মারার দুরত্ব ৮০০ কিমি । অতিক্রম করতে হয় অনেক পথ । পরিযায়ী সকল প্রাণীদের শীর্ষে থাকে জেব্রা । তারপর ওয়াইল্ডবিস্ট, গ্যাজেল, ও অন্যান্য প্রাণী সকল । এখানে উল্লেখ্য - জেব্রাদের কচি ঘাসের ঘ্রাণ শনাক্ত করার ক্ষমতা তীব্র । তাই তারা থাকে প্রথম সারিতে । আর, গ্যাজেলদের একটি বিশেষত্ব হল তারা শিশির-সিক্ত তৃণ ভোজন করলে সেই জল তাদের শরীরে সি'তি থাকে যার ফলে তারা তিন মাস পর্যন্ত জল ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে । তাই হয়তো গ্যাজেলরা প্রচরণ শুরু করে কিছুটা পরের দিকে ।

রন্জো ক্যাম্প থেকে আবার শুরু হল আমাদের সাফারি । রওনা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পথের দুধারে বিস্তৃত জমিতে অসংখ্য গ্যাজেলের দেখা মিলল । গ্যাজেল হল অ্যান্টিলোপ জাতির প্রাণী । আফ্রিকার হরিণ । ছোটখাটো নিরীহ একটি প্রাণী । সাদাটে-খয়রী রঙের হালকা লোমে ভরা দেহ ও গায়ে একটা-দুটো লম্বা কালো দাগ । তৃণভোজী প্রাণী । আমাদের দেশের হরিণ সাবকের মতোই তারা লাফিয়ে বেড়ায় , খেলা করে নিজেদের মধ্যে । এগুলি থমসন গ্যাজেল। গ্যাজেলের আরেকটি প্রজাতি হল গ্রান্ট গ্যাজেল । খ্যাদ্যাভাস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট এক হলেও গ্রান্ট গ্যাজেল আকারে বড় । সিরিঙ্গিটিতে গ্যাজেলের সংখ্যা ৫ লক্ষের ও বেশী । সেখানে দেখা মিলল পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম অ্যান্টিলোপের - নাম ডিকডিক । চিনলাম আরো তিন ধরণের অ্যান্টিলোপকে - হার্টবিস্ট , তোপি ও ইমপালা । এরা গ্রন্ট গ্যাজেলের থেকে আকারে বড়ো ও তোপির গায়ের রং বেশ কালচে ধরণের । এদের কেবল মাত্র ঘাসে পেট ভরে না । এরা নির্ভর করে বাওবাব গাছের ফল ও পাতার উপর ।

হঠাৎই চলতে চলতে স্ট্যানলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল পথের ধারে একটি আকাসিয়া গাছের ডালের প্রতি । গাছটির পাতা প্রায় নেই বললেই চলে । সেই গাছটির মগডালে নিদ্রায় মগ্ন হলদেটে সাদার উপর কালো ছিট ছিট রঙের একটি লেপার্ড । লেপার্ডরা গাছে চড়ায় অত্যন্ত পটু । যে গাছের ডালে লেপার্ড সেই গাছের তলায় গাড়ি দাঁড় করাতেই আমাদের ভয়ে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার জোগার । তবে স্ট্যানলের আশ্বাসবাণীর ভরসায় কিছুক্ষণ থেকে ভাল করে দেখলাম ও ছবি তুললাম লেপার্ডের ।

আবার আমাদের গাড়ী চলল এগিয়ে । খানিক চলার পড়ে গাড়ী গেল থমকে । আমাদের পথ আটকালো অসংখ্য জেব্রা ও মহিষের দল । সারিবদ্ধ ভাবে তারা চলেছে এ মাঠ থেকে ও মাঠ । স্ট্যানলে জেব্রার সাদা-কালো ডোরা কাটা দাগের রঙের সামান্য তারতম্যে কি ভাবে চেনা যায় স্ত্রী-পুরুষ বা সাবক জেব্রা তা বুঝিয়ে দিলেন । জেব্রা সাবকের গায়ে থাকে খয়রী-সাদা ডোরাকাটা দাগ । তারা যত বড়ো হয়ে ওঠে খয়রী রঙ কালোয় পরিণত হয় । পুরুষদের ক্ষেত্রে কালো রঙটি বেশ গাঢ় । স্ত্রী জেব্রা চেনা যায় তাদের অতি উজ্জ্বল চামড়া দেখে । রোদে তাদের চামড়া বেশ চিকচিক করে । (ক্রমশ)

শিল্পী সরকার গুপ্ত

আফ্রিকান সাফারি - ৩

আমব্রেলা আকাসিয়া

ইয়াল্লো বার্ক আকাসিয়া

বাওবাব বৃক্ষ

দ্যা গ্রেট মাইগ্রেসান

থমসন গ্যাজেল

আফ্রিকান সাফারি - ৩

গ্রান্ট গ্যাজেল

হার্টবিস্ট

তোপি

ইমপালা

লেপার্ড

জেব্রা

হে নতুন দেখা দিক আরবার

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

আয়োজনে – টেগোর ফাউন্ডেশন

•

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম

আগামী ২৫শে বৈশাখ ১৪২৬

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৮তম জন্মদিন।

সারা দেশের মানুষ এই দিনটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

ছোট বড় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হবে এবারের এই বিশেষ দিনটি।

Thank You Donors

Anandilal Poddar Charitable Trust
Dr. Krishna Laskar Bandopadhyay
EIH Limited
Jayanta Kr. Ghosh
Krishna Debi Jlan Ch. Trust
Srimati Pushpa Jain Trust
S. S. Mukherji
Sumit Kr. Dhar
Sutapa Basgchi
Tarit Atta

Happy Birthday To Our Little Friends .... May 2019

Kirtimeghla Sain	01
Sneha Barui	04
Shradnya Chanda	06
Arush Bhadra	06
Rishika Choudhury	09
Adrij Bhowmick	14
Diyasha Biswas	16

Arin Mukherjee	17
Anwasha Mujumdar	19
Arghya Karmakar	20
Saptasharath Srimani	21
Satyaki Das	21
Adrita Paul	22
Samadrita Pal	23

Swarnali Kolay	23
Anusha Dutta	27
Aishree Sahu	28
Pratyusha Chowdhury	29
Somdipta Das	30
Anwaya Mukherjee	30

Forthcoming Programmes

Final Round of 46th Sit & Draw Art Contest Organised by : Nehru Children's Museum	5th June	Wednesday 11 am. to 6 pm.	Museum Campus
Abritti Utsasv Direction - Bijoylakshmi Barman & Moloy Poddar Organised by - Nehru Children's Museum	12th June	Wednesday 5 pm.	Gyan Manch
''এক সন্ধ্যায় দুটি নাটক'' Direction - Rajeswari Nandi & Anjan Deb	13th June	Thursday 5.30 p.m.	Gyan Manch
Variety Performance of Dance, Songs & Drama Shows	3rd - 6th July	Wednesday to Saturday 5.30 p.m.	Gyan Manch

Nehru Children's Museum
Summer Workshops in the month of May & June 2019

Item	Date	Day & Time	Amount
Workshop on **Contemporary Dance Style** Conducted by Sri Sukalyan Bhattacharya	14,15,16 &17 May, 2019 (10 -16yrs)	Tue – Friday 11:00am -2:00pm	650/-
Workshop on **Craft & Creation** (Junior & Senior) *conducted by* Anindita Mitra,Soma Saha, Subhra Patra & Atrayee Roy	14,15,16 &17 May, 2019 (5-8 yrs) & (8+ - 12yrs)	Tuesday – Friday 2:30pm - 5:30pm	550/-
Workshop on **Science** conducted by: Sri Partha Pratim Roy, Founder Head, Center for Physics Education Research, Kolkata	14,15 & 16 May, 2019 (12-18yrs)	Tuesday–Thursday 3:30pm - 6:30pm	700/- +300/- Kit
Workshop on **Bangla Gaan** " গান শুধু গান " Conducted by Sri Surojit Chatterjee	15,16 &17 May, 2019 (10-16yrs)	Wednesday–Friday 12noon - 3:00pm.	650/-
Workshop on **Acting** "অভিনেতার প্রস্তুতি" Conducted by Smt Sohini Sengupta	21st May, 2019 (10-16yrs)	Tuesday 11.00am - 2:00pm	500/-
Workshop on **Song** "সুরে আনন্দে ছন্দে তালে" *Conducted by* Sri Agnibha Bandopadhyay	21, 22 & 23rd May, 2019 (8-12yrs)	Tuesday–Thursday 11:30am -2:30pm	650/-
Workshop on **Water Colour** Conducted by Swati Tarafder, Samir Dutta, Sushanta Kr Biswas, Kingsuk Sarkar,	21, 22,23 & 24th May, 2019 (9-16yrs)	Tues–Thursday 2:30pm - 5:30pm. Friday 2–5:00pm.	650/-
Workshop on **Bachanik** বেতার, নাটক, শ্রুতিনাটক ও আবৃত্তি *Conducted by* Sri Jagannath Bose	21, 22 & 23rd May, 2019 (12-16yrs)	Tuesday– Thursday. 3:00pm - 6:00pm	650/-
Workshop on Dance -**"Odissi Nritya"** *Conducted by* Smt Sharmila Biswas	21,22,23 & 24 th May, 19 (10-16yrs)	Tuesday – Friday 3:30pm – 6:30pm	1200/-
Cartoon World -Workshop on **Cartoon** *Conducted by* Sri Debasish Deb	22,23 & 24 th May, 2019 (8-14 yrs)	Wednesday – Friday 10:00am - 1:00pm	650/-
Workshop on **Acting**- " নাটক নাটক গল্প " Conducted by Sri Debshankar Halder	28th May, 2019 (10-16yrs)	Tuesday 11.00am - 2:00pm	500/-
Workshop on রবীন্দ্রনৃত্য -- একাল সেকাল *Conducted by :* Sri Suvasish Dutta	28, 29,30,31st May 2019- (8-14yrs)	Tuesday –Friday 11:00am – 2:00pm	650/-
Workshop on **Recitation** ' কবিতা বন্ধু হও' *Conducted by* Smt Bijaylaxmi Barman	28, 29 & 30th May,2019 (6 -12yrs)	Tuesday -Thursday 12:30pm - 3:30pm	600/-
Workshop on **Song**"গজল ও আধুনিক বাংলা গান " *Conducted by* Rupankar	28, 29 & 30th May, 2019 (10 -16yrs)	Tuesday–Thursday 2:00pm - 5:00pm	650/-
Workshop on "**Human Figure Drawing**" Conducted by Sanjoy Bhowmick, Dipankar Das, Anjan Coomar, & Subha Basu	28, 29, 30 & 31st May, ,19 (7-12 and 12+ 16yrs)	Tuesday –Friday 3:30pm – 6:30pm	700/-
Workshop on **Rabindra Sangeet** on "জীবন গানে" *Conducted by* Smt Sraboni Sen	29,30, 31st May,2019 (12-16yrs)	Wednesday – Friday 11:00am -2:00pm	700/-
Workshop on " বাংলা গান - পরিবেশন শৈলী " *Conducted by* Smt Imon Chakrabarty	4, 6 & 7th June, 2019 (10-16yrs)	Tuesday,Thursday & Friday 1:00pm - 4:00pm	650/-
Workshop on **Acting** " অভিনেতার প্রস্তুতি " Conducted by Sri Sabyasachi Chakraborty	6th June, 2019 (10-16yrs)	Thursday 11.00am - 2:00pm	500/-

46th Sit & Draw Art Contest
Organised by - Nehru Children's Museum
in association with EIH Limited & Hansaplast (BDF India Ltd.)

46th Sit & Draw Preliminary Art Contest was held at Nehru Children's Museum & Co-Op Banquet Hall on 27th April, 2019.

Nearly 2000 children including handicapped children took part in the contest. The children enjoyed themselves. They were given gifts - Biscuit, Chips, Cake, Maza etc. BDF India Ltd gifted all the participants with their company products. The Final Round will be held on 5thJune, 2019 at Museum. The Prize Distribution Ceremony will be held on 21st June, 2019. The paintings of the 50 winners will be displayed at Museum hall on 5th June, 2019.

Please come & see the new additions in the Dolls Gallery at Nehru Children's Museum

Editor : Prabal Dutta, Associate Editor : Indrani Sengupta, Published by Indrani Sengupta on behalf of National Cultural Association and printed at Display Printers Pvt. Ltd. 16/3 Gariahat Road, Kolkata 700 019.
Contact : 94/1 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020, E-mail : nehrumuseum1972@gmail.com